যায়যায়দিন

17 NOV 2012
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

এমপিও বঞ্চিত এক হাজার ৪৪১ শিক্ষকের মানবেতর জীবন

যাযাদি রিপোর্ট

এক যুগেরও বেশি সময় ধরে বিনা বেতনে চাকরি করে সহকর্মীরা এমপিওভুক্ত হলেও বাদ পড়েছেন এক হাজার ৪৪১ জন শিক্ষক। মাদ্রাসা পেমেন্ট অর্ডার (এমপিও) না হওয়ায় বেতনের সরকারি অংশ থেকে বঞ্চিত হয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছেন তারা।

দাবি আদায়ের জন্য দীর্ঘদিন আন্দোলন চালিয়ে এলেও কর্তৃপক্ষ কর্ণপাত না করায় শিক্ষকরা গত সোমবার থেকে শিক্ষা ভবন ও জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালন শুরু করছেন। নভেম্বরের মধ্যে এমপিওভুক্ত করা না হলে শিক্ষা ভবন থেকে লাফিয়ে আত্মাহুতি দেয়ারও হুমকি দিয়েছেন তারা।

আন্দোলনকারী শিক্ষকরা বলেন, ২০১০ সালে এক হাজার ৬২২টি বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করা হয়েছিল। ওই প্রতিষ্ঠানগুলোতে এক হাজার ৪৪১ জন প্যাটার্নভুক্ত শিক্ষক গত তিন বছর ধরে এমপিওর দাবিতে দ্বারে দ্বারে ঘুরলেও তাদের ভাগ্যে খুলেনি।

মাউশি কর্তৃপক্ষ দাবি করেছিল, যারা এমপিও হতে পারেনি তাদের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় গলদ ছিল। কিন্তু এক শিক্ষক বলেন, নিয়োগে গলদ থাকলে স্কুল অনুমতি, স্বীকৃতি ও এমপিওভুক্ত করার প্রশ্ন উঠে না। দীর্ঘ ১১ বছর ধরে তিনি চাকরি করছেন। সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের লোকজন স্কুল পরিদর্শন করেছে। কিন্তু কেউই তাকে বলেননি যে তার নিয়োগে গলদ আছে।

শিক্ষকরা দাবি করেন, দীর্ঘ ১০ থেকে ১৫ বছর ধরে এমপিও'র আশায় তারা বিনা বেতনে বা স্বল্প বেতনে সুনামের সঙ্গে শিক্ষকতা করে আসছেন। সরকার ২০০৯-১০ অর্থবছরে এক হাজার ৬২২টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারী এমপিও করে।

> অসাধু কর্মকর্তারা যোগসাজশ করে অনেক অযোগ্য প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করেছে

এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্যাটার্নভুক্ত ৮৫০ জন বিপিএড শিক্ষকসহ অন্য বিষয়ের এক হাজার ৪৪১ জন শিক্ষক এমপিও বঞ্চিত হয়। এরপর থেকেই বাংলাদেশ এমপিও বঞ্চিত শিক্ষক ফোরামের ব্যানারে শিক্ষকরা মানববন্ধন ও অনশন করছেন। এ ছাড়া ২০১১ সালে তারা একটি ঈদ কাটিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, শিক্ষকদের আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে গত বছর ২৪ মে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (আইন ও অডিট) কেএম রফিকুজ্জামানকে প্রধান করে আট সদস্যের একটি কমিটি করা হয়। এই কমিটি বেশ কয়েকটি সভা করে শর্তসাপেক্ষে বঞ্চিত শিক্ষকদের এমপিও করার সুপারিশ করে।

এমপিও বঞ্চিত শিক্ষকদের এমপিওভুক্তির সুপারিশ আসে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি রাশেদ খান মেননের কাছ থেকেও। এ সময় কিছু শিক্ষক আদালতের আশ্রয় নিলে ৫৮ জন এমপিওভুক্ত হলেও বাকি থাকে এক হাজার ৪৪১ জন।

দাবি আদায়ে নতুন করে সারাদেশ থেকে আসা শিক্ষকরা সোমবার থেকে শিক্ষা ভবনের সামনে অবস্থান কর্মসূচি শুরু করেন। অবস্থানের দ্বিতীয় দিন মাউশির পরিচালক (কলেজ ও প্রশাসন) আতাউর রহমান, উপপরিচালক মেজবাহ উদ্দিন ও আবুল হোসেন শিক্ষকদের অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে অর্থ পাওয়ার তিন দিনের মধ্যে তাদের এমপিওর আশ্বাস দেন।

কিন্তু এমপিও বঞ্চিত শিক্ষক ফোরামের যুগ্ম আহ্বায়ক হাদিসুর রহমান অভিযোগ করে বলেন, মাউশির অসাধু কর্মকর্তারা যোগসাজশ করে অনেক অযোগ্য প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করেছে।